অবধূত-শব্দবাচ্য

কুলার্ণবতন্ত্রের পঞ্চম খণ্ডে প্রদত্ত শ্লোকটি হলো—

সর্বভেষশ্চোত্তমা বদো বদেভেষ্যো বৈষ্ণবং মহং।

বৈষ্ণবাদুত্তমং শবৈং শবৈদদক্ষণিমুত্তমম্ ।।

দক্ষণিদুত্তমং বামং বামাং সিদ্ধানুত্তমুত্তমম্ ।

সিদ্ধানুত্তমুত্তমং কটালং কটোলাং পরতরং ন হি।।- (কুলার্ণবতন্ত্র)

অর্থাৎ - সর্বাপেক্ষা বদোচার উত্তম, বদোচার অপেক্ষা বৈষ্ণবাচার উত্তম,

বৈষ্ণবাচার অপেক্ষা শবৈচার উত্তম, শবৈচার অপেক্ষা দক্ষণিচার উত্তম,

দক্ষণিচার অপেক্ষা বামাচার উত্তম, বামাচার অপেক্ষা সিদ্ধানুত্তমচার উত্তম,

সিদ্ধানুত্তমচার অপেক্ষা কটোলাচার উত্তম, কটোলাচারের পর আর কিছুই নাই।

কটোলাচারের কোন নিয়ম নাই। স্থানাস্থান, কালকাল ও কর্মাকর্মেরে কিছুমাত্র বচিার

নাই। নতিযাতন্ত্রেরে তৃতীয় পটলে কটোলাচার সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

দিক্কালনয়িমোনাস্তি তথিযাদনয়িমোন চ।

নয়িমোনাস্তি দবেশে মাহামন্ত্রস্য সাধনে।।

ক্বচি শষিটঃ ক্বচি ভ্রষ্ট ক্বচি ভূতপশিচবং।

নানাবশেধরাঃ কটোলাঃ বচিরন্তি মহীতলে।

কর্দমে চন্দনহেভিন্ং পুত্রে শত্রৌ তথা প্রয়ি়ে।

শ্মশানে ভবনে দেবে তথৈ কাঞ্চনে তৃণে।

ন ভদেদো যস্য দেবেশে স কটোলঃ পরকীর্তিঃ।।- (নতিযাতন্ত্র)

অর্থাৎ : মহামন্ত্র-সাধনে দিকি ও কালরে নিয়ম নাই; তথিও নক্ষত্রাদরিও নিয়ম নাই।

কোন স্থানে শষিট, কোথাও ভ্রষ্ট, কোথাও বা ভূত-পশিচ-তুল্য এই প্রকার নানা

বশেধারী কটোল সমুদায় পৃথিবীতে বচিরণ করেন। প্রয়ি়ে! কর্দম ও চন্দনে এবং পুত্র ও

শত্রুতে যাহার ভদে-জ্ঞান নাই, আর দেবী! শ্মশান ও গৃহে এবং কাঞ্চন ও তৃণে যাহার

প্রভদেবোধ নাই, সেই ব্যক্তি কটোল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

মোটকথা, কটোলাচারী ব্যক্তি প্রকৃত জতিন্দ্রয়ি, নসিগৃহ, উদাসীন ও পরম যোগীপুরুষ

এবং অবধূত-শব্দবাচ্য।